Regd. No. WB/SC-320 No.WB/CPS/Raj-1(Part IV)/2010

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority

PHALGUNA 11] TUESDAY, MARCH 2, 2010 [SAKA 1931

PART IV— Bills introduced in the West Bengal Legislative Assembly; Reports of Select Committees presented or to be presented to that Assembly; and Bills published before introduction in that Assembly.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
LAW DEPARTMENT

Legislative

NOTIFICATION

No. 256-L.—2nd March, 2010.—The Governor having been pleased to order, under rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, the publication of the following Bill together with the Statement of Objects and Reasons which accompanies it, in the *Kolkata Gazette*, the Bill and the Statement of Objects and Reasons are accordingly hereby published for general information :—

Bill No. 1 of 2010
THE WEST BENGAL ANTI-PROFITEERING (AMENDMENT) BILL, 2010.

A
BILL

to amend the West Bengal Anti-profiteering Act, 1958.

WHEREAS it is expedient to amend the West Bengal Anti-profiteering Act, 1958, for the purposes and in the manner hereinafter appearing; West Ben. Act XXIV of 1958.

It is hereby enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the West Bengal Anti-profiteering (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Official Gazette* appoint.

Amendment of section 2 of West Ben. Act XXIV of 1958.

2. In section 2 of the West Bengal Anti-profiteering Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(1) in clause (a), after the word ' wholesaler', the word, 'storager' shall be inserted;

(2) after clause (f), the following clause shall be inserted :—

'(ff) "storager" means any person who keeps in store on his own account or on account of any one else, and not for own consumption, any scheduled article.'.

The West Bengal Anti-profiteering (Amendment) Bill, 2010.
(Clauses 3 - 6.)

Insertion of new section 3A after section 3.

3. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted :—

"Dealer to sell at the direction of authorised Officer.

3A. Notwithstanding anything contained in section 3, a dealer shall sell the scheduled article at such price, within such time and to such person as the authorised Officer of the State Government, by order, direct.".

Substitution of new section for section 8.

4. For section 8 of the principal Act, the following section shall be substituted:—

"Penalty for contravention of section 3A or section 6 or section 7.

8. Any dealer who fails to comply with the order made under section 3A or fails to comply with any of the provisions of section 6 or with a requisition issued thereunder or obstructs any officer in the exercise of his powers under section 7 shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years but shall not be less than three months :

Provided that the Court on being satisfied that good and sufficient reasons have been made out may reduce the minimum punishment for three months to one months.".

Amendment of Second Schedule.

5. In the Second Schedule of the principal Act, after the word 'wholesaler', the word ', storager' shall be inserted.

Amendment of Third Schedule.

6. In the Third Schedule of the principal Act, after the word 'wholesaler', the word ', storager' shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

To combat the situation of rising prices of some essential foodstuffs, the State Government have adopted measures to give relief to the people as also maintaining supplies of essential commodities and securing their equitable distribution and availability at fair prices. It appears that in spite of State Government's best efforts, the rise of prices of essential foodstuffs could not be checked, rather there is a gradual increasing trend. In the circumstances, to check gradual increasing trend of rising prices of some essential foodstuffs, it has become necessary and expedient to amend the West Bengal Anti-profieering Act, 1958 (West Ben. Act XXIV of 1958) (hereinafter referred as the said Act), *inter-alia*, with a view to—

(a) intensifying drive against dealer, for the purpose of preventing the profiteering of scheduled articles by storing them;

(b) checking the increasing price trend of scheduled articles, it has been proposed to authorised an Officer to direct the dealer to sell the scheduled articles as per the provision contained in the said Act;

(c) imposing penalty on any dealer, if he fails to comply with the order made under the said Act. The punishment has also been increased upto two years by amending section 8 of the said Act;

(d) empowering the court to reduce the punishment on the ground of good and sufficient reason.

2. The Bill has been framed with the above objects in view.

3. There is no expenditure involved in giving effect to the Provision of this Bill.

KOLKATA,
The 26th February, 2010.

PARESH CHANDRA ADHIKARY,
Member-in-charge.

By order of the Governor,

ASHIM KUMAR ROY,
Secy.-in-charge to the Govt. of West Bengal, Law Department.

Published by the Controller of Printing & Stationary, West Bengal and printed by Asstt. Supdt. at "Secretary to the Governor's Press, Raj Bhavan, Kolkata".

বা.[illegible]. অনুবাদ সংখ্যা-১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিধি (সরকারী ভাষা) বিভাগ

২০১০ খ্রীষ্টাব্দের ১নং বিধেয়ক

[Bill No. 1 of 2010]

পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোরি-বিরোধী (সংশোধন) বিধেয়ক, ২০১০।

[The West Bengal Anti-profiteering (Amendment) Bill, 2010.]

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ সহ।

(২রা মার্চ, ২০১০)

২০১০ খ্রীষ্টাব্দের ১নং বিধেয়ক

[Bill No. 1 of 2010]

পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোরি-বিরোধী (সংশোধন) বিধেয়ক, ২০১০।

[The West Bengal Anti-profiteering (Amendment) Bill, 2010]

পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোরি-বিরোধী আইন, ১৯৫৮ সংশোধনার্থ বিধেয়ক

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোরি-বিরোধী আইন, ১৯৫৮, অতঃপর লিখিত উদ্দেশ্যে ও প্রণালীতে সংশোধন করা সঙ্গত; ১৯৫৮-র পশ্চিমবঙ্গ ২৪ আইন।

অতএব ভারত সাধারণতন্ত্রের এক-ষষ্টিতম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিধানমন্ডল কর্তৃক এতদ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোরি-বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

১৯৫৮-র পশ্চিমবঙ্গ ২৪ আইনের ২ ধারার সংশোধন।

২। পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোরি-বিরোধী আইন, ১৯৫৮ (অতঃপর মূল আইন বলিয়া উল্লিখিত)-এর ২ ধারায়,—

(১) (ক) প্রকরণে, 'পাইকারীবিক্রেতা' এই শব্দের পর, 'মজুতদার' এই শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(২) (চ) প্রকরণের পর, নিম্নলিখিত প্রকরণ সন্নিবেশিত হইবে ঃ—

'(চচ) ''মজুতদার'' বলিতে বুঝায় এরূপ কোন ব্যক্তি যিনি তাঁহার নিজস্ব খাতে বা অন্য কাহারও খাতে, এবং তাঁহার নিজস্ব ভোগের জন্য নহে , এরূপভাবে, কোন তফসিলভুক্ত দ্রব্য মজুত রাখেন।'।

৩ ধারার পর, নূতন ৩ক ধারার সন্নিবেশন।

৩। মূল আইনের ৩ ধারার পর, নিম্নলিখিত উপধারা সন্নিবেশিত হইবেঃ—

''প্রাধিকৃত আধিকারিকের নির্দেশে ডীলার বিক্রয় করিবেন।

৩ক। ৩ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকারের প্রাধিকৃত আধিকারিক, আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ দিবেন কোন ডীলার সেরূপ মূল্যে, সেরূপ সময়ের মধ্যে এবং সেরূপ ব্যক্তির নিকট তফসিলভুক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন।''।

৮ ধারার স্থলে নূতন ধারার প্রতিস্থাপন।

৪। মূল আইনের ৮ ধারার স্থলে, নিম্নলিখিত ধারা প্রতিস্থাপিত হইবেঃ—

''৩ক ধারা বা ৬ ধারা বা ৭ ধারা উল্লঙ্ঘনের জন্য দন্ড।

৮। কোন ডীলার যিনি ৩ক ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ পালন করিতে ব্যর্থ হন অথবা ৬ ধারার কোন বিধান বা তদধীনে জারিকৃত কোন অনুজ্ঞা পালন করিতে ব্যর্থ হন অথবা কোন আধিকারিককে ৭ ধারা অনুযায়ী তাঁহার ক্ষমতাবলী প্রয়োগ করিতে বাধা দেন, তিনি, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত করা যাইবে, কিন্তু তিন মাসের কম হইবে না এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দন্ডনীয় হইবেন:

তবে, আদালত, সঠিক এবং পর্যাপ্ত কারণ যে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রতীত হইবার পর, সর্বনিম্ন দন্ড তিন মাস হইতে এক মাসে হ্রাস করিতে পারিবেন।''।

দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন।

৫। মূল আইনের দ্বিতীয় তফসিলে, 'পাইকারী বিক্রেতা' এই শব্দের পর, 'মজুতদার' এই শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।

৬। মূল আইনের তৃতীয় তফসিলে, 'পাইকারী বিক্রেতা' এই শব্দের পর, 'মজুতদার' এই শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ।

কিছু অত্যাবশ্যক খাদ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য, রাজ্য সরকার জনসাধারণকে উপশম দিবার এবং অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ বজায় রাখিবার এবং ন্যায্য মূল্যে ঐ সকল দ্রব্যের সমানুপাতিক বন্টন ও সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে অত্যাবশ্যক খাদ্য বস্তুর মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায় নাই, বরং ঐ প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায়, কিছু অত্যাবশ্যক খাদ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাখোর বিরোধী আইন, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র পশ্চিমবঙ্গ ২৪ আইন) (অতঃপর মূল আইন বলিয়া উল্লিখিত), অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সংশোধন করা আবশ্যক এবং সঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে—

(ক) তফসিলভুক্ত দ্রব্য গুদামজাত করিয়া মুনাফাখোরি নিবারিত করিবার উদ্দেশ্যে, ডীলারের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করা;

(খ) তফসিলভুক্ত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতারোধ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধান অনুযায়ী তফসিলভুক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য ডীলারকে নির্দেশ প্রদানে একজন আধিকারিককে প্রাধিকৃত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(গ) কোন ডীলারের উপর দন্ড আরোপ করা, যদি তিনি উক্ত আইন অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ পালন করিতে ব্যর্থ হন, উক্ত আইনের ৮ ধারা সংশোধন করিয়া দুই বৎসর পর্যন্ত দন্ডও বৃদ্ধি করা হইয়াছে;

(ঘ) সঠিক এবং পর্যাপ্ত কারণে দন্ড হ্রাসকরণে আদালতকে ক্ষমতাপন্ন করা।

২। এই বিধেয়ক উপরোক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে।

৩। এই বিধেয়কের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন ব্যয়ভারের প্রশ্ন জড়িত নাই।

কলকাতা
২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১০।

পরেশ চন্দ্র অধিকারী,
ভারপ্রাপ্ত সদস্য।

পশ্চিমবঙ্গ মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী নিয়ামক কর্তৃক প্রকাশিত ও ''রাজ্যপালের সচিবের মুদ্রণালয়ের'' সহ অধীক্ষক কর্তৃক মুদ্রিত।